যুগান্তর

৪\৭\2002

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬......

সান্ধ্য আইন অমান্য করে দেরিতে হলে প্রবেশ করছে বাকৃবির ছাত্রীরা

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল, *বাকৃবি থেকে*

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা হলে প্রবেশের 'সান্ধ্য আইন' মানছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ছাত্রীরা রাতের বেলা নির্দিষ্ট সময়ের পরও হলের বাইরে থাকছে। ছাত্রীরা নিজেদের গড়া নিয়মেই চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সান্ধ্য আইন' অনুযায়ী হলে প্রবেশের সর্বশেষ সময় রাত ৮টা হলেও প্রশাসনের এই বেঁধে দেয়া সময়কে তোয়াক্কা করে না অধিকাংশ আবাসিক ছাত্রী। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার পর সুলতানা রাজিয়া হলের মূলভবনে এই প্রতিনিধি সরেজমিনে গিয়ে খুঁজে পেয়েছে এর সত্যতা। ওই হলের দু'জন হাউজ টিউটর প্রধান ফটকে বসে আছেন নির্দিষ্ট সময়ের পরে কারা হলে ঢুকে সেটা দেখতে। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত ২১ জন 'সান্ধ্য আইন' অমান্যকারী ছাত্রীকে পাওয়া গেছে। হাউজ টিউটরদ্বয় এই প্রতিনিধির সামনেই আইন অমান্যকারী ছাত্রীদের প্রশ্ন ছুঁড়ছিলেন কেন দেরিতে হলে প্রবেশ? ২১ ছাত্রী ২১ রকমের বাহারি রঙমাখানো জবানবন্দি দিল। ২১ জনের মধ্যে অনেকেরই আবার নিয়মিত দেরিতে প্রবেশের অভ্যাস হয়ে গেছে। হাউজ টিউটর রাতে হল ত্যাগের পর হলে প্রবেশের রেওয়াজও নাকি আছে অনেক ছাত্রীর। তবে তারা সবাই জানে সান্ধ্য আইনের পুরো নিয়মকানুন। তারপরও তারা তা মানে না, কেন মানে না, সেই সদুত্তর কেউই দিতে পারেনি।

সুলতানা রাজিয়া হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. মোঃ সুলতান উদ্দিন ভূঞা যুগান্তরকে বলেন, 'সান্ধ্য আইন' ছাত্রীরা যে মানছে না সেটা অস্বীকার করার অবকাশ নেই, কিন্তু তারা কেন আইন মানছে না, সেটা কি ছাত্রীদের একার দোষ? নিয়ম অমান্য করতে তো ছাত্ররাই সহযোগিতা করছে। তিনি বলেন, আমি প্রভোস্ট হয়েছি এখনও মাস গড়ায়নি।